



52724 - পতির ওসয়িত সন্তানরো বাস্তবায়ন করনে

প্রশ্ন

আমার বাবা মারা গছনে। তিনি ওয়ারশিদরে জন্য অনকে সম্পদ রখে গছনে; শুধু একটি বাড়ী ছাড়া। এ বাড়ীটি তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করা ও এর ভাড়া (সদকায়ে জারিয়া হিসেবে) গরীব ও দরদির মানুষদরে জন্য খরচ করার ওসয়িত করে গছনে। কনিতু ওয়ারশিগণ তাঁর ওসয়িতটি পূরণ করনে। বরং ওয়ারশিরা সকলে ছোট ভাইয়েরে কাছে তাদের অংশ বক্রি কর দয়িছে। বড় ভাই হিসেবে আমি আমার অংশ আল্লাহর ভয়ে তার কাছে বক্রি করনি। কনিতু আমার ছোট ভাই আমাকে প্রচণ্ড চাপ দিছে যনে আমি আমার অংশ তার কাছে বক্রি করে দছি। এখন আমার জন্যে কি আমার অংশ বক্রি করে সেই অর্থ কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান কথিবা (সদকায়ে জারিয়া হিসেবে) আমার মরহুম পতির জন্য একটি মসজদি বানানোর কাজে খরচ করার মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসন করা জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ওসয়িত করার বধিন কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদেরে কারণে যখন মৃত্যু উপস্থতি হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রখে যায়, তবে তার জন্য পতি-মাতা ও নকিটাত্মীয়দেরে জন্য ইনসাফরে সাথে ওসয়িত করা ফরজ করা হল; মুতাকীদেরে উপর এটি অত্যাবশ্যক।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তোমাদেরে মৃত্যুর সময় নিজদেরে সম্পদরে এক তৃতীয়াংশ তোমাদেরে উপর দাক্ষণ্য করছনে যনে তোমরা এর দ্বারা নকে আমল বাড়তে পার।”[সুনানে ইবনে মাজাহ, (২৭০৯); আলবানি সহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটির সনদকে ‘হাসান’ বলছনে]

‘ওয়াকফ’ সদকায়ে জারিয়ার একটি প্রকার; যা দয়ি মানুষ মৃত্যুর পরেও উপকৃত হতে থাকে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছনে: “মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনিটি আমল ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম কথিবা নকে সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।”[সহি মুসলিম (১৬৩১)]

সম্পদরে এক তৃতীয়াংশরে বেশি ওসয়িত করা জায়যে নহে। দলিল হছে সাদ বনি আবু ওয়াক্কাসকে উদ্দেশ্য করে নবী



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী; সাদ যখন তার সকল সম্পত্তি দিয়ে ওসয়িত করতে চাইলেন তখন তিনি তাকে বললেন: “এক তৃতীয়াংশ; এক তৃতীয়াংশ তো অনকে”[সহি বুখারী (২৭৪২) ও সহি মুসলিম (১৬২৮)]

সুতরাং এ বাড়ীটি যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হয় বা এর চয়ে কম হয় তাহলে গোটা বাড়ীটি ওয়াকফ সম্পত্তি। আর যদি এক তৃতীয়াংশে বেশি হয় তাহলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এ বাড়ীর যতটুকু অংশ হয় ততটুকু ওয়াকফ সম্পত্তি।

দুই:

ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করা, এর মালিকানা গ্রহণ করা কিংবা জবরদখল করা জায়যে নই। অনুরূপভাবে মীরাছরে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে ভাগ করে ফেলোও জায়যে নই।

উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসছে। তিনি যখন খায়বারে তার মালিকানাধীন একটা জমি ওয়াকফ করতে চাইলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: “এটা বিক্রি করা যাবে না, কাউকে উপহার দয়ো যাবে না, কটে এর ওয়ারশি হতে পারবে না...”[সহি বুখারী (২৭৬৪) ও সহি মুসলিম(১৬৩৩)]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার জন্য আপনার ভাইয়ের কাছে এ সম্পত্তি বিক্রিতে সায় দয়ো জায়যে হবে না। বরং এ বাড়ীটির মালিকি তো আপনি নন যে, আপনি সটো বিক্রি করবেন। আর বর্তমানে আপনি যহেতে তাদরে সামনে বাধা সুতরাং কোন অবস্থায় আপনি হার মানবেন না। বরং আপনি অস্বীকার করে যান; এক পর্যায়ে আল্লাহ হয়তো তাকে হদোয়তে করবেন।

আর ইতপূর্বে আপনার ভাইয়েরো যে তার কাছে বাড়ীটির অংশ বিক্রি করেছে সে লেনদেনে সঠিক হয়নি।

তাদরে প্রতি আপনার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহকে ভয় করার উপদেশে দয়ো, আপনার ছোট ভাই থেকে গ্রহণকৃত অর্থ ফরিয়তে দয়ের পরামর্শ দয়ো এবং বাড়ীটিকে ওয়াকফ হিসেবে ছেড়ে দয়ো যভোবে আপনাদের পতি ওসয়িত করে গেছেন।

তাদরেকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান। হারাম সম্পদ ভক্ষণ করার ভয় দেখান। হারাম সম্পদ দিয়ে যে দহে গঠিত হয় সে দহে জাহান্নামের আগুনে জ্বলাই উপযুক্ত।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনে তাদরেকে হদোয়তে করেন এবং আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখরোতেরে কল্যাণ অর্জন করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।